"মূসক দিব জনে জনে
অংশ নিব উন্নয়নে"

ভ্যাট সম্পর্কে জানতে ফোন করুন
১৬৫৫৫

"I AM VAT SMART" ARE YOU?

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৬

VAT Smart হতে ভিজিট করুন
www.nbr.gov.bd
www.nbrelearning.gov.bd
facebook.com/VATOnlineBD

জনকল্যাণে রাজস্ব

FL3

নতুন আইনের সুবিধা

VAT Online

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সুবিধাসমূহ

- অনলাইন ভিত্তিক কর ব্যবস্থা
- শতভাগ স্বনির্ধারণী কর ব্যবস্থা
- কর রেয়াতের পরিধি বিস্তৃত ও সহজ
- প্রতিপালনকারী (Compliant) করদাতার করভার কমবে
- ব্যবসায়ের খরচ কমবে
- মূল্য ঘোষণার পরিবর্তে প্রকৃত সরবরাহ মূল্যের ভিত্তিতে মূসক হিসাব করতে হবে
- সহজ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি
- সহজতর রিফান্ড পদ্ধতি
- বকেয়াভিত্তিক কর পরিশোধ
- শুনানির ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো কারণেই করদাতাকে ভ্যাট অফিসে যেতে হবে না
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে
- ই-লার্নিং সিস্টেম হতে ভ্যাট সংক্রান্ত সকল বিষয় জানা যাবে এবং সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে
- কনটাক্ট সেন্টার ও ভ্যাট অনলাইন সেবা কেন্দ্র হতে সবধরণের সহায়তা যাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL12

অনলাইন ভিত্তিক ব্যবস্থা

- নিবন্ধন থেকে শুরু করে মূসক পরিশোধ, রিটার্ন দাখিল এবং আপিল আবেদন দাখিল পর্যন্ত যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পাদন করা যাবে
- কনটাক্ট সেন্টার হতে সব ধরনের সহায়তা পাওয়া যাবে
- ই-লার্নিং সিস্টেম হতে মূসক সংক্রান্ত সকল তথ্য জানা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সার্টিফিকেটও পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL16

শতভাগ স্বনির্ধারণী কর ব্যবস্থা

- মূসক অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই
- করদাতা নিজের করের হিসাব নির্ধারিত ফরম্যাটে নিজেই সহজে করতে পারবেন
- স্বেচ্ছা প্রতিপালন বৃদ্ধি পাবে।

এ বিষয়ে জানতে দেখুন FL12, FL2, FL10, BL4

কর রেয়াতের পরিধি বিস্তৃতি ও সহজীকরণ

- ব্যবসায়ের প্রায় সকল উপকরণের বিপরীতে রেয়াত প্রযোজ্য
- সরবরাহের চালান-ই হবে রেয়াত গ্রহণের একমাত্র দলিল।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL7, BL5

করভার কমবে

- সর্বশেষ ভোক্তা পর্যায়ে করভার কমবে।

উদাহরণ: ধরা যাক, কোনো পণ্যের খুচরা পর্যায়ে মূল্য-৬০০ টাকা। ভ্যাটসহ ভোক্তার ক্রয় মূল্য-৬২৪ টাকা।

১৯৯১ সালের আইনের হিসাব

খুচরা পর্যায়ের ভ্যাট @ ৪% = ৬০০ × ৪% = ২৪/-
উৎপাদন পর্যায়ের ভ্যাট @ ১৫% = ৫০০ × ১৫% = ৭৫/-
(ভ্যাটসহ উৎপাদনকারীর বিক্রয় মূল্য ৫৭৫/-)

খুচরা বিক্রেতা ৪% কর দেয়ার ৭৫ টাকা রেয়াত পাবেন না কিন্তু এটি তার মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা পরোক্ষভাবে ভোক্তাকেই পরিশোধ করতে হয়।

ভোক্তার পরিশোধিত মোট ভ্যাট = (৭৫+২৪) = ৯৯ টাকা

২০১২ সালের আইনের হিসাব

খুচরা পর্যায়ের ভ্যাট @ ১৫% = ৬২৪ × ১৫/১১৫% = ৮১/-
উৎপাদন পর্যায়ের ভ্যাট @ ১৫% = ৫৭৫ × ১৫/১১৫% = ৭৫/-
(ভ্যাটসহ উৎপাদনকারী বিক্রয় মূল্য ৫৭৫/-)

খুচরা বিক্রেতার রেয়াত ৭৫, নীট পরিশোধ (৮১-৭৫) = ৬ টাকা
ফলে খুচরা বিক্রেতার নীট কর = ৮১-৭৫ = ৬/-

সরকার খুচরা বিক্রেতার নিকট হতে ৬ টাকা ও উৎপাদনকারীর নিকট হতে ৭৫ টাকা অর্থাৎ মোট ৮১ টাকা ভ্যাট পাবে।

উপরের উদাহারণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, নতুন মূসক আইন ব্যবস্থায় ভোক্তার উপর করের ভার কম হবে।

- করদাতাগণ তাঁদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য যেকোনো সময় যেকোনো পণ্য বা সেবা Discount- এ সরবরাহ বা বিক্রয় করতে পারবেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL10, BL4

ব্যবসায়ের খরচ (Cost of doing business) কমবে

- ম্যানুয়াল ও অতিরিক্ত দলিলাদি সংরক্ষণের ঝামেলা নেই
- যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পাদন করায় মূসক অফিসে বা ব্যাংকে অযথা সময়ক্ষেপণ করতে হবেনা, ফলে ব্যবসায়ের টার্নএরাউন্ড টাইম হ্রাস পাবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL3, BL6

মূল্য ঘোষণার পরিবর্তে প্রকৃত সরবরাহ মূল্যের ভিত্তিতে মূসকের হিসাব

- সরবরাহ/বিনিময় মূল্য হবে মূসক হিসাবের জন্য ভিত্তি মূল্য
- কোনো একটি পণ্য বা সেবা সরবরাহের পণ বা বিক্রয়মূল্যের মধ্যেই মূসক অন্তর্ভুক্ত থাকবে
- উক্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে করদাতার প্রাপ্য হবে সরবরাহের পণ বা বিক্রয়মূল্য হতে কর ভগ্নাংশ বিয়োগ করে
- **হিসাবের উদাহরণ:**

ধরা যাক একটি পণ্যের নিয়মিত বিক্রয় মূল্য ২০০ টাকা। করদাতা উক্ত মূল্যের উপর ১০% মূল্য-ছাড় ঘোষণা করলেন। সেক্ষেত্রে মূসকের হিসাব হবে নিম্নরূপ:

সরবরাহ মূল্য = (২০০ - ২০০ × ১০%) টাকা
= (২০০-২০) টাকা
= ১৮০ টাকা।
মূসক = ১৮০ টাকা × ১৫/১১৫ টাকা
= ২৩.৪৮ টাকা।
ব্যবসায়ীর অংশ = (১৮০ - ২৩.৪৮) টাকা
= ১৫৬.৫২ টাকা।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL3, BL6

সহজ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

- রেয়াত ভিত্তিক সহজ হিসাব ব্যবস্থা
- মূসক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবসায়ের বকেয়া ভিত্তিক (Accrual Basis Accounting) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে
- একাধিক শাখা থাকলেও, একটি কোম্পানির জন্য একটিই হিসাব
- চলতি হিসাব না থাকায় অগ্রিম কর পরিশোধের কোনো প্রয়োজন নেই
- পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর পরিশোধ করতে হবে বিধায় মূসকের অর্থ ব্যবসায়ী বা করদাতা ৪৫ দিন পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারবেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL10, BL4, BL6

রিফান্ড প্রক্রিয়া সহজীকরণ

- দাখিলপত্রই রিফান্ডের আবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে, পৃথক আবেদন করার প্রয়োজন হবে না
- আবেদনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে রিফান্ড প্রদান করা হবে
- ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি না হলে আবেদনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে
- রিফান্ডের অর্থ সরাসরি করদাতার ব্যাংক একাউন্ট-এ প্রেরণ করা হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL12, BL14

বি.দ্র. BO = BOOK, BL = BOOKLET, FL = FLYER